দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 29 APR 2003
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

বগুড়ায় আবার সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন শুরু

প্রথম পর্যায়ের কাজের মূল্যায়ন আজও হয়নি ॥ ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ

স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া অফিস ॥ সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচীর (টিএলএম) প্রথম পর্যায়ের কাজের মূল্যায়ন না করেই বগুড়ায় ফের দশ কোটি টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে ১ এপ্রিল থেকে। একাধিক সূত্রের মতে, প্রথম পর্যায়ের একই পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের কর্মসূচীতে কার্যত সফলতা আসেনি। দ্বিতীয় দফার কর্মসূচীও সফল না হওয়ার শঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। এদিকে প্রথম পর্যায়ের কর্মসূচীর পাস করা শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া মনে রেখেছে কিনা তা খুঁজে বের করে পরে ভুলে যাওয়া শিক্ষার্থীদের অব্যাহত শিক্ষার কর্মসূচীও শুরু হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের দেড় বছর পর।

প্রতিটি এলাকার ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষর নারী-পুরুষকে অক্ষরজ্ঞান দিতে ও গণনা শেখাতে টিএলএম (সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন) নামের কর্মসূচী সরকারীভাবে বাস্তবায়ন শুরু হয় বছরচারেক আগে। দেশের প্রতিটি জেলার প্রশাসন একটি নাম দিয়ে এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে থাকে। বগুড়ায় এই কর্মসূচীটির নাম হয় 'উদয়নে বগুড়া'। ২ হাজার সালের ১৫ অক্টোবর বগুড়া সদর, কাহালু, গাবতলী, নন্দীগ্রাম, শিবগঞ্জ উপজেলার ৩ লাখ ৩৮ হাজার ৬শ' ৯৮ জন নিরক্ষর নারী-পুরুষকে (১১-৪৫ বছর বয়সী) লেখা, পড়া ও গণনা শেখানোর কাজ শুরু হয়। এতে যে দশ কোটি টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় তার মধ্যে বই কেনা বাবদ ধরা হয় প্রায় ৩ কোটি টাকা। বাকি প্রায় ৭ কোটি টাকা চট, হারিকেন, ব্লাক বোর্ড, চক-ডাস্টার কেনা ও শিক্ষক-শিক্ষিকা, সুপারভাইজারদের বেতন এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে ব্যয় করা হয়। কথা থাকে প্রথম পর্যায়ের কর্মসূচীর জন্য কেনা হারিকেন, চট, বোর্ড, ডাস্টার পরবর্তী পর্যায়ে কর্মসূচীতে ব্যবহার করা হবে।

প্রথম পর্যায়ের এই টিএলএমের (উদয়নে বগুড়া শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় প্রায় দশ মাস পর ২ হাজার ১ সালের ১৮ আগস্ট। এই পরীক্ষায় ৪ হাজার ১শ' ৪২ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হতে পারেনি। এর আগেই কর্মসূচী চলাকালে প্রায় ৪৬ হাজার শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে (ড্রপ আউট)।

কথা ছিল প্রথম পর্যায়ের এই কর্মসূচী শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচী বাস্তবায়িত হবে বাকি উপজেলাগুলোতে। তার আগে প্রথম পর্যায়ের কাজের একটা ফলোআপ মূল্যায়ন করতে হবে। পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে ওই মূল্যায়নের পর। কার্যত তা হয়নি। প্রথম পর্যায়ের কর্মসূচী শেষ হওয়ার দেড় বছরেরও বেশি সময় পরে পূর্বের ফলোআপ না করেই দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করা হচ্ছে। এই পর্যায়ে সোনাতলা, ধুনট, শেরপুর, সারিয়াকান্দি, আদমদীঘি, দুপচাচিয়া উপজেলাসহ বগুড়া, শেরপুর, সান্তাহার এই তিন পৌর এলাকার ৩ লাখ ৫১ হাজার ২শ' ৭৫ জন নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান ও গণনা শেখানো হবে। এতেও ব্যয় ধরা হয়েছে দশ কোটি টাকা যার তিন কোটি টাকা ব্যয় হবে বই কিনতে। আগের কর্মসূচীর মতো এবারও 'নির্দিষ্ট একটি স্থান থেকে' বই কেনা হবে। সূত্র জানায়, পূর্বের কর্মসূচীর চট, হারিকেন, বোর্ড, চক ব্যবহারের কথা থাকলেও তা ফের নতুন করে কেনা হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের এই কর্মসূচী সফল হবে কিনা এ নিয়ে এবারও সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত অনুসন্ধানে দেখা যায় প্রথম পর্যায়ের কর্মসূচীর শিক্ষার্থীদের প্রায় ৮০ শতাংশই পাঠ ভুলে গেছে।